তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ...

ফলোআপ ——

অবশেষে গোবিন্দগঞ্জে ধর্ষক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপহরণ ও ধর্ষণ মামলা

প্রতিনিধি, গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা)

অবশেষে ঘটনার প্রায় দেড় মাস পরে গতকাল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কামদিয়া 'ত্রিমুখী' উচ্চবিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক ধর্ষক সিদ্দিক হোসেনের বিরুদ্ধে অপহরণ পূর্বক ধর্ষণের মামলা করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমাতু জান্নাত গোবিন্দগঞ্জ থানায় হাজির হয়ে এই মামলা করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক পাঁচবিবি উপজেলার পিয়ারা গ্রামের আবু বক্করের

ধর্ষক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ধর্ষক : শিক্ষক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পুত্র সিদ্দিক হোসেন গত ১৯ নভেম্বর তাকে সার্টিফিকেট দেয়ার প্রলোভনে ফুসলিয়ে কৌশলে দিনাজপুরে নিয়ে যায় এবং সেখানে একটি আবাসিক হোটেলে রাত্রি যাপনকালে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ওই ছাত্রী বিষয়টি তার পরিবারের কাছে জানালে তার পিতা কামদিয়ার এনায়েতপুর গ্রামের আবুল কালাম আজাদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা পরিষদের সভাপতির কাছে বিচার দাবি করেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও সালিসের নামে এ ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সময়ক্ষেপণ করেন। পরে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্দিক হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করে মাত্র। এরপর শিক্ষক সিদ্দিকের বিচার ও গ্রেফতার দাবিতে ফুঁসে উঠে কামদিয়াবাসী। পরপর ২ দিন ধরে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা ছিল প্রতিবাদ মুখর। তারা ধর্ষক শিক্ষকের বিচার ও গ্রেফতার দাবিতে কামদিয়া বাজারে মানববন্ধন বিক্ষোভ ও লাঠি মিছিল বের করে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেয়।